

# পাল্টা শুদ্ধ কমবে, মার্কিন তুলার পোশাকে মিলতে পারে সুবিধা

ঢাকা-ওয়াশিংটন বাণিজ্য চুক্তি ৯ ফেব্রুয়ারি

বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনাকাটা বাড়িয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে



যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পাল্টা শুদ্ধহার ২০ শতাংশ থেকে কমবে, তবে কমে কত হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়

**মাহবুবুর রহমান**  
বাণিজ্য সচিব

## সমকাল প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ব্যবহার করে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক দেশটির বাজারে শুদ্ধমুক্ত প্রবেশাধিকার পেতে পারে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত পাল্টা (রেসিপ্রোকাল) শুদ্ধহার বিদ্যমান ২০ শতাংশ থেকে কমানোর সিদ্ধান্তও আসছে। এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা-ও ওয়াশিংটনের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি হতে যাচ্ছে। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনে এ চুক্তি হওয়ার কথা রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সুবিধা পেতে বাংলাদেশকেও বেশ কিছু ছাড় দিতে হচ্ছে।

গত আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুদ্ধহার কমিয়ে ২০ শতাংশ কার্যকর করলেও দেশটির সঙ্গে কোনো চুক্তি হয়নি। পরে এই শুদ্ধহার আরও কমানোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলায় উৎপাদিত পোশাক রপ্তানিতে শুদ্ধমুক্ত সুবিধা আদায়ে আলোচনা অব্যাহত রাখে ঢাকা, যা চূড়ান্ত হয়ে চুক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান গতকাল শনিবার সমকালকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্টা শুদ্ধ ইস্যুতে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারিতে চুক্তি হবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলা দিয়ে উৎপাদিত পোশাক ওই দেশের রপ্তানির ক্ষেত্রে শুদ্ধমুক্ত সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রেসিপ্রোকাল শুদ্ধহার বিদ্যমান ২০ শতাংশ থেকে কমবে, তবে কমে কতো হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পর দুই পক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে শুদ্ধহার ঘোষণা করবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নতুন শুদ্ধহার প্রায় ১৫ শতাংশে নেমে আসতে পারে।

## যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি

ডব্লিউটিওর বিধান অনুযায়ী, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শুদ্ধমুক্ত সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। তবে জিএসপি বা অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধার আওতায় ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বেশ কিছু

পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুদ্ধমুক্ত সুবিধা পেলেও প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক এ সুবিধার আওতায় ছিল না। ২০১২ সালে তাজরীন ফ্যাশনসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও পরের বছর রানা প্লাজা ধসে সহস্রাধিক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্র ২০১৩ সালের ২৭ জুন বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা স্থগিত করে।

স্থগিতের সময় ১৬ দফা কর্মপরিকল্পনা দেয় যুক্তরাষ্ট্র, যা বাস্তবায়িত হলে জিএসপি পুনর্বহালের বিষয়টি বিবেচনা করার কথাও বলা হয়। এসব শর্তের অধিকাংশই পূরণের দাবি করে ২০১৫ সাল থেকে টিকফা বৈঠক, পার্টনারশিপ ডায়ালগসহ দ্বিপাক্ষীয় বিভিন্ন আলোচনায় বাংলাদেশ জিএসপি পুনর্বহাল চাইলেও তাতে সম্মতি দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের শ্রমিক অধিকার, শ্রম মানসহ বেশ কিছু বিষয়ের অগ্রগতিতে তারা সন্তুষ্ট নয় বলে জানা গেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক বছর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলা দিয়ে উৎপাদিত পোশাকে শুদ্ধমুক্ত সুবিধা চেয়ে আসছে বাংলাদেশ। বাণিজ্য ঘটতি কমিয়ে আনতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি বাড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের তুলায় তৈরি পোশাক দেশটি শুদ্ধমুক্ত সুবিধা পাওয়া গেলে তা উন্নয়নপন্থের জন্যই লাভজনক হবে। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা রপ্তানি বাড়বে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিও বাড়বে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩৪৬ মিলিয়ন ডলারের তুলা আমদানি করেছে, যা আগের অর্থবছরে ছিল ২৭৮ মিলিয়ন ডলার। এদিকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় একক রপ্তানি বাজার এখনও যুক্তরাষ্ট্রই।

## পাল্টা শুদ্ধ

বাংলাদেশের পণ্যের ওপর প্রথমে ৩৭ শতাংশ এবং পরে ৩৫ শতাংশ 'পাল্টা শুদ্ধ' ঘোষণা করে আলোচনার সুযোগ রেখেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াশিংটনে তৃতীয় দফার আলোচনা শেষে গত ৩১ জুলাই পাল্টা শুদ্ধ ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। তবে এ জন্য দেশটির সঙ্গে বাণিজ্য ঘটতি কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতিসহ বাংলাদেশকে বেশ কিছু ছাড় দিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘটতি প্রায় ৬০০ কোটি ডলার থেকে কমাতে আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেড় বিলিয়ন বা ১৫০ কোটি ডলার আমদানি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাংলাদেশ। আগামী কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি বোয়িংয়ের কাছ থেকে ২৫টি উড়োজাহাজ কিনবে সরকার। এতে স্থানীয় মুদ্রায় খরচ হতে পারে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া কিছুটা বাড়তি দামে পাঁচ বছর মেয়াদে প্রতিবছর সাত লাখ টন করে গম আমদানি করা হবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক পণ্য, বেসামরিক উড়োজাহাজ যন্ত্রাংশ আমদানি বাড়াবে বাংলাদেশ এবং জ্বালানি তেল ও ভোজ্যতেল, গম ও তুলা আমদানি বাড়ানো এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানিতে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করা হবে।

এছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত চারটি ব্ল্যাক হক নামের আধুনিক মাল্টিরোল সামরিক হেলিকপ্টার, দুটি স্থির-পাখা যুদ্ধবিমান এবং দুটি ট্রেনিং এয়ার ক্রাফট কেনারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের জন্য অনাপত্তিপত্রও সহজ করা হবে। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন যাতে সহজে আসতে পারে এবং বাংলাদেশ থেকে সে দেশে যেতে পারে, তার অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বচ্ছ করতে বাংলাদেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে। সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য আমদানি বাড়তে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ছাড় দেওয়া হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানায়, যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশ অবৈধ রপ্তানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এবং প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথ তদন্ত করবে। বাংলাদেশ এতে রাজি। এ ছাড়া জনমত গ্রহণের সুযোগ নিতে বাংলাদেশ আইন ও বিধিমালা অনলাইনে সহজলভ্য করবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্য বা কৃষিপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি অনুমতিপত্র বাধ্যতামূলক করা হবে না। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের ইলেকট্রনিক বিল অব লেডিংয়ের বৈধতা অস্বীকার করবে না এবং দেশটি থেকে আসা পণ্য দ্রুত ছাড় করবে।

জানা গেছে, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রকে শুদ্ধ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, মেধাসম্পদ, আমদানি, সেবা খাত, পরিবেশ ও শ্রম অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে ছাড় দিচ্ছে। চিকিৎসা যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) যে অনুমোদন দেবে, তা বাংলাদেশ মেনে নেবে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের দুগ্ধ নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং মাংস ও পোলট্রি, প্রক্রিয়াজাত মাংস ও ডিমজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে স্বীকৃতি এবং দেশটির গরু, ভেড়া বা ছাগলের দুগ্ধজাত পণ্য আমদানির অনুমতি দেবে বাংলাদেশ।

প্রথম পাতা

01 FEB 2026

# ইইউ-ভারতের এফটিএতে চ্যালেঞ্জ বাড়বে

## বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি

এফটিএ কার্যকর হলে ভারতে ৯৬% পণ্যে ইইউ আর ইইউতে ৯০% পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে ভারত।

শুভংকর কর্মকার, ঢাকা

প্রায় ২০ বছর আলোচনার পর ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) গত সপ্তাহে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) চূড়ান্ত করেছে। এটি কার্যকর হলে ভারতে রপ্তানি করা ইইউর প্রায় ৯৬ দশমিক ৬ শতাংশ পণ্যে শুল্ক উঠে যাবে। অন্যদিকে ভারতের ৯০ শতাংশ পণ্যের ওপর থেকে ইইউ শুল্ক তুলে নেবে, যা সাত বছরের মধ্যে ৯৩ শতাংশে উন্নীত হবে। সেটি হলে উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়বে।

এই চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপের ২৭টি দেশের সঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতের মুক্ত বাণিজ্য শুরু হতে যাচ্ছে। বিশ্বের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ইইউ ও ভারতের হিস্যা প্রায় ২৫ শতাংশ। প্রায় ২০০ কোটি মানুষের এই বিশাল বাজার সামনে রেখে দুই পক্ষের শীর্ষ নেতারা চুক্তিটিকে 'মাদার অব অল ডিলস' বা সব চুক্তির জননী হিসেবে অভিহিত করেছেন।

চুক্তিটি কার্যকর হলে ইইউর বাজারে তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, হিমায়িত মাছ ও চিংড়ি, প্লাস্টিকসহ বিভিন্ন পণ্যে ভারত শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। এতে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকসহ প্রধান রপ্তানি পণ্যগুলো সরাসরি প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে। বর্তমানে বাংলাদেশ ইইউতে অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা জিএসপিআর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে। তবে চলতি বছরের নভেম্বরে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা নিয়ে বের হয়ে আসবে। এরপর আরও তিন বছর; অর্থাৎ ২০২৯ সাল পর্যন্ত ইইউর বাজারে জিএসপি সুবিধা

▶ এই চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপের ২৭টি দেশের সঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতের মুক্ত বাণিজ্য শুরু হতে যাচ্ছে।

▶ এফটিএ কার্যকর হলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।

অব্যাহত থাকবে।

রপ্তানিকারক ও অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, ইইউ ও ভারতের এফটিএ কার্যকর হলে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাকশিল্প বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ জিএসপি প্লাস সুবিধা পেলেও বর্তমান নীতিমালায় তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা মিলবে না। সে ক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে ইইউর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করা ছাড়া উপায় থাকবে না। তা না হলে শুল্ক দিয়ে পোশাক রপ্তানি করতে হবে, যা ইউরোপের মতো বড় বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে দুর্বল করে দিতে পারে।

ইইউ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ মোট ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। এর মধ্যে ইইউর বাজারেই রপ্তানি হয়েছে ২১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে ৮ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন, কানাডায় ১ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন এবং জাপানে ১ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

ইইউর বাজারে ভারত কী সুবিধা পাবে

বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ান ও আল-জাজিরার তথ্য অনুযায়ী, ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এন্তোনিয়ো লুই

সান্তোস দ্য কোস্তা এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেন গত মঙ্গলবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দিল্লিতে এক শীর্ষ বৈঠকে এফটিএ চূড়ান্ত করেন। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও ইইউর সদস্যদেশগুলোর অনুমোদন পেলে এ বছরের শেষ দিকে চুক্তিটি সই হতে পারে এবং আগামী বছর থেকে বাস্তবায়নের সম্ভাবনা রয়েছে।

২০০৭ সালে ভারত ও ইইউর মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা শুরু হলেও গাড়ি, কৃষি ও দুগ্ধ খাত নিয়ে মতবিরোধের কারণে তা স্থবির হয়ে পড়ে। ২০২২ সালে আবার আলোচনা শুরু হয়।

ইউরোপীয় কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ইইউ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১২০ বিলিয়ন ইউরো। এর মধ্যে ভারত থেকে ইইউ ৭১ বিলিয়ন ইউরো এবং ইইউ থেকে ভারত ৪৯ বিলিয়ন ইউরোর পণ্য আমদানি করেছিল।

তৈরি পোশাক নিয়েই দুশ্চিন্তা

ইইউর বাজারে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির বেশির ভাগই তৈরি পোশাক। গত অর্থবছরে ইইউতে রপ্তানি হওয়া ২১ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে ১৯ দশমিক ৭১ বিলিয়ন ডলার ছিল তৈরি পোশাক, যা দেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রায় ৫০ শতাংশ।

নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ইইউর সঙ্গে ভারতের এফটিএর পর বাংলাদেশের চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং সরকারকে দ্রুত ইইউর সঙ্গে এফটিএ করার উদ্যোগ নিতে হবে। তা না হলে ২০২৯ সালের পর তৈরি পোশাক রপ্তানিতে মারাত্মক প্রভাব পড়বে।'

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান র্যাপিডের চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক প্রথম আলোকে বলেন, ২০২৯ সাল পর্যন্ত পরিস্থিতি খুব একটা বদলাবে না। তবে এরপর নীতিগত সিদ্ধান্ত দ্রুত নিতে হবে— জিএসপি প্লাস নাকি এফটিএ, সেটি নির্ধারণ করেই ইইউর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করতে হবে।



## PRAN bags \$5.5m spot orders at Gulf Food Fair

### STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's leading food processing company PRAN secured export orders worth about \$5.5 million during the five-day Gulf Food Fair 2026, one of the world's largest food and beverage exhibitions.

The orders came from several countries, including the US, China, Saudi Arabia, Iraq, Syria, Ethiopia, Kenya and Somalia, as well as other international markets, according to a press release issued on Friday.

During the fair, PRAN received strong purchase orders for its biscuits, noodles, beverages and confectionery products from buyers across different countries, it said.

The five-day Gulf Food Fair 2026 was held at the Dubai World Trade Centre in the United Arab Emirates and concluded on January 30. This year, more than 8,000 exhibitors from 195 countries showcased their products at the fair. PRAN Group displayed around 500 varieties of food products at its pavilion.

Mizanur Rahman, executive director for export of PRAN Group, said, "We are working to further strengthen our presence in Africa, the Middle East, South Asia, Central and South America, and Europe."

Kamruzzaman Kamal, marketing director of PRAN-RFL Group, said, "Our goal is to deliver PRAN products to every corner of the world and establish PRAN as one of the top 10 global food brands."

The Gulf Food Fair plays a vital role in connecting business communities from different countries, he said.



## PRAN bags \$5.5m orders at Gulf Food Fair

Bangladesh's leading food processing and marketing company PRAN received an overwhelming response from international buyers at the Gulf Food Fair 2026, one of the world's largest food and beverage exhibitions. The company secured export orders worth approximately USD 5.5 million. Biscuits, noodles, beverages, and confectionery products from buyers across different countries, including USA, China, Saudi Arabia, Iraq, Syria, Ethiopia, Kenya, and Somalia, were among the orders, says a press release. The five-day fair which was held at the Dubai World Trade Centre in the United Arab Emirates concluded on Friday. This year, more than 8,000 exhibitors from 195 countries showcased their products at the fair. PRAN Group displayed around 500 varieties of food products at its pavilion. Mizanur Rahman, Executive Director (Export) of PRAN Group, said, "We are working to further strengthen our presence in Africa, the Middle East, South Asia, Central and South America and Europe. Keeping this objective in mind, we participate in the Gulf Food Fair every year, which is one of the world's largest



food exhibitions."

"The Gulf Food Fair is an extremely important platform for food companies. It allows manufacturers and distributors to gain insights into new products and technologies. Participation by major global companies also helps us understand changes in consumer behaviour worldwide."

Golam Rasul, Executive Director (Export-Europe and USA) of PRAN Group, said, "This year, around 500 importers from Europe and other countries visited PRAN's stall. We showcased products from categories such as juice and beverages, biscuits and bakery, snacks, noodles, spices, culinary, and frozen foods."



# CRAB EXPORT BOOM

## *Is it really gold or ecological loss?*

Bangladesh's soft-shell crab exports are booming, but the Sundarbans' fragile ecosystem is paying the price as juvenile crabs are harvested and mangrove soil destabilised



**Gouranga Nandy**  
Freelance Journalist

Nowadays, a new species has emerged in the export market: the soft-shell crab. In the export industry, it is often referred to as "gold" because of its high commercial value. It has become popular among farmers, while non-governmental organisations are promoting it as an income-generating project, and large investors are increasingly investing in soft-shell crab production.

In reality, this is not conventional farming but rather a fattening process, similar to cow fattening. Soft-shell crabs are collected from the Sundarbans man-

cially abundant, these species are under increasing pressure due to overharvesting driven by export demand.

Secondly, the Engineers or Fiddler Crabs (*Uca/Austruca* species) are small yet vividly coloured. Common species include *Uca rosea*, *Uca dussumieri*, and *Uca annulipes*. They are best known for the male's single oversized claw—the "fiddle"—which he waves to attract mates. These crabs play a vital role in maintaining soil health, as their extensive burrow networks help aerate the oxygen-poor mangrove mud.

Third are the Red and Ghost Crabs. Red crabs are strikingly bright red and are often found in sandy or estuarine areas such as Dublar Char in the Sundarbans. They are extremely fast and quickly disappear into the sand when threatened. Ghost crabs (*Ocypode* species) are often pale or naturally camouflaged to blend with the sand. They are primarily nocturnal scavengers and are commonly found along the beach fringes of the Sundarbans.



To harvest as soft-shell crabs, they are kept in individual containers until they naturally shed their shells. Immediately after the moulting process. PHOTO: TBS

In the calendar year 2024, Bangladesh earned approximately \$76 million from crab exports.

round-the-clock monitoring. The moment a crab moults—shedding its old shell—it is harvested within hours, while the new shell is still paper-thin. These soft-shell crabs are then immediately frozen for export.

The Sundarbans mud crab (*Scylla olivacea*) is almost entirely an export-oriented product. There is very little domestic demand in Bangladesh due to its high price and prevailing cultural and religious preferences.

ecological pressure. Despite several attempts, producing crab seeds in hatcheries has not yet been successful. As a result, the random and unregulated collection of juveniles is placing growing strain on the ecosystem.

Due to this practice, the Sundarbans are facing serious threats, including over-exploitation, bycatch, and rising climate and security risks. Strong international demand for soft-shell and mud crabs has



**Gouranga Nandy**  
Freelance Journalist

Nowadays, a new species has emerged in the export market: the soft-shell crab. In the export industry, it is often referred to as “gold” because of its high commercial value. It has become popular among farmers, while non-governmental organisations are promoting it as an income-generating project, and large investors are increasingly investing in soft-shell crab production.

In reality, this is not conventional farming but rather a fattening process, similar to cow fattening. Soft-shell crabs are collected from the Sundarbans mangrove forest and placed in baskets that float in saline water. After two to three months, the crabs reach export-ready condition.

In the Sundarbans, crabs represent the most dominant faunal biomass. More than 50 species have been recorded in the region, generally classified into four major functional and commercial groups. Among them, the most famous and economically significant are the Commercial Giants, or Mud Crabs (*Scylla* species). These crabs are large, powerful, and serve as a major source of income for local crab catchers.

*Scylla olivacea* (the Orange or Red Mud Crab) is the most commonly found species, followed by *Scylla serrata* (the Giant Mud Crab). They inhabit deep burrows in the mudflats and are highly valued for their meat. Although commer-

crabs (*Uca*/*Austruca* species) are small yet vividly coloured. Common species include *Uca rosea*, *Uca dussumieri*, and *Uca annulipes*. They are best known for the male’s single oversized claw—the “fiddle”—which he waves to attract mates. These crabs play a vital role in maintaining soil health, as their extensive burrow networks help aerate the oxygen-poor mangrove mud.

Third are the Red and Ghost Crabs. Red crabs are strikingly bright red and are often found in sandy or estuarine areas such as Dublar Char in the Sundarbans. They are extremely fast and quickly disappear into the sand when threatened. Ghost crabs (*Ocypode* species) are often pale or naturally camouflaged to blend with the sand. They are primarily nocturnal scavengers and are commonly found along the beach fringes of the Sundarbans.

Fourthly, other specialised mangrove crabs can be grouped into four main types: Sesarmid Crabs, Hermit Crabs, Horseshoe Crabs, and Swimming Crabs. Sesarmid crabs are commonly known as “leaf-eating crabs.” They play a crucial role in nutrient cycling, as they feed on fallen mangrove leaves and help recycle organic matter back into the ecosystem.

Hermit crabs (*Clibanarius* species) are commonly found in intertidal zones, where they use discarded snail shells as protective homes. Horseshoe crabs are often referred to as “living fossils.” Two species—*Carcinoscorpius rotundicauda* and *Tachypleus gigas*—are found in the muddy estuaries of the Sundarbans. Although they are called crabs, they are more closely related to spiders and scorpions than to true crabs.



To harvest as soft-shell crabs, they are kept in individual containers until they naturally shed their shells. Immediately after the moulting process. PHOTO: TBS

In the calendar year  
2024, Bangladesh  
earned approximately  
\$76 million from crab  
exports.

Swimming crab species, such as the Blue Swimmer Crab (*Portunus pelagicus*) and the Three-spot Swimming Crab, are typically found in the deeper tidal rivers of the region.

Farmers usually collect “empty” female crabs (rejected by exporters for lacking eggs) or “soft” male crabs that have recently moulted. They rear them in small earthen ponds (ghers) or in plastic boxes floating in the water. Box culture is particularly popular because it prevents cannibalism—crabs are naturally aggressive and will eat each other if kept together in open ponds.

The crabs are fed “trash fish,” low-value tilapia, or eel, typically every two to three days. Within a month, the crabs become “meaty,” or, in the case of females, develop high-value orange roe (eggs).

A more specialised process involves

round-the-clock monitoring. The moment a crab moults—shedding its old shell—it is harvested within hours, while the new shell is still paper-thin. These soft-shell crabs are then immediately frozen for export.

The Sundarbans mud crab (*Scylla olivacea*) is almost entirely an export-oriented product. There is very little domestic demand in Bangladesh due to its high price and prevailing cultural and religious preferences.

China and Hong Kong are the largest markets for live hard-shell crabs. They prefer large, live crabs—especially egg-bearing females—for traditional luxury dining. There is also strong demand for frozen soft-shell crabs in the high-end gourmet segment in the United States and the European Union, where they are commonly served whole in sandwiches or as tempura.

Japan and South Korea import both premium-sized live crabs and frozen products, but maintain very strict quality standards. They pay the highest prices for large male crabs. In South Korea, live mud crabs are especially popular and are widely known for their use in the famous “chilli crab” dishes.

Since almost 100% of crab “seeds” (juvenile crabs) are sourced from the wild Sundarbans, the forest is under immense

ecological pressure. Despite several attempts, producing crab seeds in hatcheries has not yet been successful. As a result, the random and unregulated collection of juveniles is placing growing strain on the ecosystem.

Due to this practice, the Sundarbans are facing serious threats, including over-exploitation, bycatch, and rising climate and security risks. Strong international demand for soft-shell and mud crabs has encouraged some harvesters to ignore size limits, capturing juvenile crabs before they have a chance to reproduce. In some cases, non-traditional netting methods can unintentionally kill up to 30–40 other aquatic species for every single crab caught.

Crab harvesters also face significant physical dangers. They regularly risk encounters with tigers, crocodiles, and forest pirates, while extreme weather events can damage or destroy their small-scale fattening ponds, threatening both livelihoods and long-term sustainability.

In fact, crabs maintain a keystone role in the Sundarbans mangrove ecosystem. Without them, the entire system would likely collapse or look drastically different. Acting as “ecosystem engineers,” crabs bridge the gap between the trees and the surrounding marine environment. They also function as



01 FEB 2026

Continued from page 13  
natural cleaners, helping to recycle organic matter and maintain the health of the mangrove habitat.

Mangrove mud is notoriously anoxic—lacking oxygen—and high in toxic sulfides. Burrowing crabs, such as fiddler and sesarmid crabs, dig complex tunnel systems that allow oxygen to penetrate deeper soil layers. This aeration enables mangrove roots to “breathe” and supports the growth of beneficial bacteria that break down toxins. Without crabs, the soil could become too toxic for the trees to survive.

Mangroves also produce massive amounts of leaf litter, much of which would be washed away by the tide if not for the crabs. These crabs are the primary consumers of fallen leaves, dragging them into their burrows to eat or store. By processing this organic matter, they retain energy within the forest. Their waste is rich in nitrogen and phosphorus, acting as a natural fertiliser for the trees.

Crabs are surprisingly influential “gardeners,” determining which trees grow where. Many species feed on the seeds (propagules) of specific trees. By selectively consuming the seeds of some species while leaving

others untouched, crabs help dictate the zonation of the forest, essentially shaping which tree species dominate certain areas.

Crabs also serve as a vital link between the primary production of mangrove trees and higher-level predators. Mangrove roots provide shelter for juvenile crabs. As these crabs grow and reproduce, they produce millions of larvae that become a key food source for fish and birds. Because crabs are highly sensitive to pollution and changes in salinity, their population health is often used by scientists as an indicator of the overall health of the mangrove forest.

While all mangrove crabs contribute to the ecosystem, the fiddler crab and the mud crab represent two very different ecological “professions.” One acts as a tiny gardener and soil refiner, while the other is a heavy-duty architect and top predator.

Fiddler crabs are the “maintenance crew” of the mangrove floor. Their impact is concentrated on the micro-level of the sediment. Using their small pincers, they scoop up mouthfuls of mud, sifting out bacteria, microalgae, and detritus before spitting out clean pellets of sand. Highly active burrowers, they create

dense networks of tunnels. This process, known as bioturbation, brings nutrient-rich sediment from deep underground to the surface and pushes oxygen into the soil. They are so numerous—often hundreds per square metre—that they can oxygenate up to 80% of the surface sediment in some forests, preventing the accumulation of toxic sulfides that would otherwise harm mangrove roots.

Mud crabs (often called mangrove crabs) are the “heavy engineers” and “security” of the ecosystem. Their impact is focused on the macro-level of the food web. Unlike fiddler crabs, mud crabs are large and aggressive, preying on mollusks, smaller crabs—including fiddler crabs—and fish. By controlling the populations of other species, they prevent any one group from overgrazing the mangroves. Their burrows are much larger and deeper, sometimes exceeding a metre in depth.

These massive tunnels act as conduits for tidal water, allowing it to penetrate deep into the soil. Mud crabs are also a “bridge” species: they spend their adult lives in the mangroves but migrate to the open ocean to spawn, transferring enormous amounts of energy in the form

of larvae from the forest to the sea.

In the calendar year 2024, Bangladesh earned approximately \$76 million from crab exports. In the fiscal year 2024–25, the Khulna region alone—the country’s primary hub for crabbing—reported earnings of Tk 173.27 crore from the export of 1,166.89 tonnes of crabs. This represented a significant jump from the previous year (Tk 97.87 crore), a 77% increase in value for the region. Recent data from the first half of FY 2024–25 (July–December) showed crab exports worth \$7.05 million, a 36.89% increase compared with the same period the year before.

Yet, in earning this foreign currency, we are exporting our ecological engineers while simultaneously degrading the mangrove ecosystem. So, can we truly call it gold?

GOURANGA NANDY, FREE-LANCE JOURNALIST AND CHAIRMAN, CEPR (CENTRE FOR ENVIRONMENT AND PARTICIPATORY RESEARCH), CAN BE REACHED GOURANGA.NANDY@GMAIL.COM.

**Disclaimer:** The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the opinions and views of The Business Standard.

